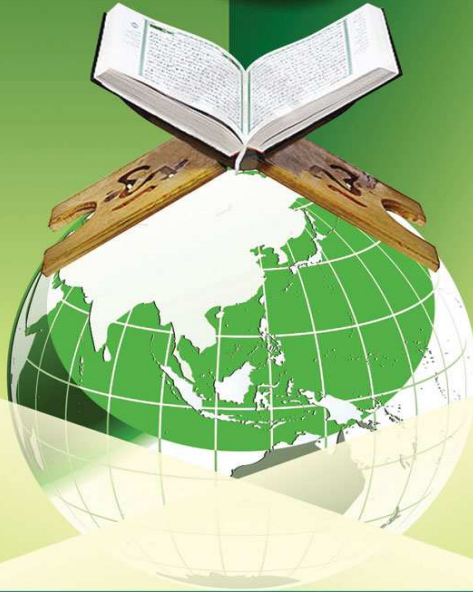


জীবন দর্শন



মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

জীবন দর্শন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব



হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمده ونصلي علي رسوله الكريم أما بعد :

প্রকাশকের নিবেদন

মাননীয় লেখক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দর্শন-এর উপর আলোচনা করেছেন। যা মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধ আকারে বিভিন্ন সময়ে বের হয়েছে। বিষয়বস্তুগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমরা সেগুলিকে একত্রিত করে ‘জীবন দর্শন’ নামে বই আকারে প্রকাশ করলাম। আশা করি এগুলি জ্ঞানী পাঠকের চিন্তার খোরাক হবে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের চলার পথের পাথেয় হবে।

২য় সংস্করণে ‘জীবন দর্শন’ ও ‘রাষ্ট্রদর্শন’ নামে সম্প্রতি আত-তাহরীকে প্রকাশিত আরও দু’টি ‘দর্শন’ যুক্ত হ’ল। আশা করি নিবন্ধগুলি সুধী পাঠকের অন্তর্চক্ষু খুলে দেবে। আল্লাহ আমাদেরকে ‘ছিরাতে মুস্তাক্বীম’-এর সরল পথ প্রদর্শন করুন -আমীন!

সচিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :

১. জীবন দর্শন

হে মানুষ! একবার ভেবে দেখ তোমার এ জীবনটা কার দেওয়া? কিভাবে তুমি দুনিয়ায় এসেছ? অথচ ইতিপূর্বে তুমি উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলে না। তোমার মায়ের গর্ভে একটি পানিবিন্দু থেকে তোমার জন্ম। কে তোমাকে সেখানে মানুষের রূপ দান করল? কে তোমাকে সুন্দর অবয়ব ও উন্নত রুচি ও চিন্তাশক্তি দিয়ে দুনিয়ায় পাঠালো? কে তোমার ঐ ছোট জড় দেহে আত্মার সঞ্চার করল? আবার কে ঐ আত্মাকে তোমার দেহ থেকে বের করে নিয়ে যাবে? দুনিয়ার সকল শক্তি দিয়েও কি তুমি তাকে তোমার দেহ পিঞ্জরে আটকে রাখতে পারবে? ঐ রূহ যার হুকুমে এসেছে ও যার হুকুমে চলে যাবে তিনিই তো ‘আল্লাহ’। যার কোন শরীক নেই। তিনি তোমাকে সৃষ্টি করে অসহায়ভাবে দুনিয়ায় ছেড়ে দেননি। বরং তোমার জীবন পথের বিধান সমূহ পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে। যাদের সর্বশেষ হলেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

হে অবিশ্বাসী মানুষ! সবকিছুকে তুমি অবিশ্বাস করলেও নিজের সৃষ্টিকে ও নিজের আত্মাকে তুমি কি অবিশ্বাস করতে পারবে? দেহ থেকে রূহটা চলে গেলে তুমি তো পোকাকার খোরাক হবে। কখনো কি ভেবে দেখেছ তোমার চোখের দৃষ্টিশক্তি কে দিল? অথচ তোমার পাশেই রয়েছে অসংখ্য দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। তোমাকে শ্রবণশক্তি কে দিল? অথচ তোমার পাশেই রয়েছে বহু শ্রবণ প্রতিবন্ধী। তোমাকে সুঠাম ও সুন্দর দেহ কে দিল? অথচ তোমার

* আত-তাহরীক ১৬তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা, মে ২০১৩।

পাশেই রয়েছে অসংখ্য পঙ্গু, দুর্বল ও অসহায় মানুষ। তোমার সামনে রুযীর দুয়ার খুলে যাচ্ছে। অথচ তোমার বন্ধু শত চেষ্টায়ও তার অভাব মেটাতে পারছে না। অতএব তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, সবকিছুর নিয়ামক একজন আছেন। যিনি অদৃশ্যে থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাঁর নির্দেশনার বাইরে যাবার ক্ষমতা তোমার নেই। যেমন পৃথিবী ও আকাশের সীমানা ছেড়ে বেরিয়ে যাবার ক্ষমতা তোমার নেই। রোগ-শোক, বার্ষিক্য-জ্বরা কিছুই ঠেকাবার ক্ষমতা তোমার নেই। তুমি দু'হাত ছুঁড়ে বজ্রতা করবে তোমার কল্পিত বিরোধীর উদ্দেশ্যে। আবার বাকরুদ্ধ হয়ে বিছানায় অবশ পড়ে থাকবে কিংবা মুখের কথা শেষ হবার আগেই তুমি মারা যাবে তাঁরই হুকুমে। সবই তোমার চোখের সামনে ঘটছে হর দিন। অথচ তোমার হুঁশ হয় না কোন দিন।

হে নাস্তিক! তুমি অবিশ্বাসের অন্ধগলি থেকে বেরিয়ে এসো। তোমার সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাসী হও। তাঁর প্রেরিত বিধানসমূহ মেনে চল। অনুতপ্ত হয়ে একান্তে নিভৃতে চোখের পানি ফেলে তাঁর নিকটে ক্ষমা চাও। তিনি তোমাকে ক্ষমা করবেন। বিশ্বাস কর, যে আল্লাহর হুকুমে তুমি দুনিয়াতে এসেছ, সেই আল্লাহর কাছেই তোমাকে ফিরে যেতে হবে। মনে রেখ ঈমান ও ইসলাম ব্যতীত এ পৃথিবীতে কোন মানুষ শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারে না। আল্লাহ তোমাকে খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেননি। এ পৃথিবীকে তাঁর প্রেরিত বিধান মতে সুন্দরভাবে আবাদ করার জন্যই তিনি তোমাকে বুদ্ধিমান মানুষ হিসাবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। আখেরাতে তোমাকে এ জীবনের পূর্ণ হিসাব দিতে হবে। অতএব তাঁর জৈবিক বিধানকে যখন তুমি অস্বীকার করতে পারছ না, তখন তুমি তাঁর নৈতিক ও সামাজিক বিধানকে কেন অস্বীকার করছ? আর সেকারণেই তো পৃথিবী আজ দুর্নীতি ও সমাজবিরোধী কাজে ভরে গেছে।

হে অমুসলিম! তুমি কি জানো সকল মানুষ জন্মসূত্রে মুসলিম ও বংশসূত্রে মুসলিম? আদি পিতা আদম (আঃ) ছিলেন মুসলিম ও প্রথম নবী। সম্ভবতঃ সেকারণেই সকল ধর্মে মৃত শিশু সন্তানদের দাফন করা হয়। কিন্তু আগুনে পোড়ানো হয় না। তবে কেন আদি পিতার রক্তের সঙ্গে বেঈমানী করে তুমি অমুসলিম হয়েছ? এতে তোমাকে নিশ্চিতভাবে জাহান্নামের আগুনে পুড়তে

হবে চিরদিন। তাই তো তোমার কথিত ধর্মনেতারা তোমার লাশকে দুনিয়ায় থাকতেই পোড়ানোর হুকুম দিয়েছে। তোমার প্রাণপ্রিয় সন্তানকে তোমার মৃত মুখে আঙুন দিতে বাধ্য করেছে। অথচ তোমার প্রভু আল্লাহ নিষ্ঠুর নন। তিনি তোমাকে সুন্দরভাবে গোসল দিয়ে সুগন্ধি মাখিয়ে জানাযা শেষে সসম্মানে দাফন করতে বলেছেন। তুমি কি জানোনা আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্ম হ'ল ইসলাম? বাকী সবই মানুষের মনগড়া। যা ইহকাল ও পরকালে কোন কল্যাণ বয়ে আনে না। ইসলামের পথ হ'ল আল্লাহ প্রদত্ত সরল পথ। এর বাইরে সকল পথের মাথায় বসে আছে শয়তান। অতএব আল্লাহর পথ আর শয়তানের পথকে এক করে দেখ না। পরিণামে তুমি জাহান্নামী হবে। তুমি কি পারবে সেদিন জীবন্ত আঙুনে জ্বলতে?

হে ধর্মনিরপেক্ষ! ইসলাম কেবল একটি বিশ্বাসের নাম নয়। এটি একটি পথের নাম। এ পথের বিধানসমূহ না মেনে মুসলমান হওয়া যায় না। আবু জাহলরাও আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল। রাসূল (ছাঃ)-কে সত্য বলে জানত। কিন্তু তারা ইসলামের বিধানসমূহে ও কুরআনের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করত মূলতঃ তাদের পার্থিব স্বার্থ বিবেচনায়। তুমিও যদি তাই কর, তাহলে আবু জাহলদের সাথেই তোমার হাশর হবে। অতএব সাবধান হও। মৃত্যু আসার আগেই তওবা কর।

হে মানুষ! ইহকালের চাকচিক্য তুমি দেখতে পাও। তাই তার ধোঁকায় তুমি নিজেকে হারিয়ে ফেল। কিন্তু তোমার দৃষ্টির ওপারে পর্দার অন্তরালে যে চিরস্থায়ী জগতটি রয়েছে তা কি তুমি জানো? এটি হ'ল কর্মজগত, আর ওটি হ'ল কর্মফলের জগত। মনে রাখ, এ পৃথিবীতে অভ্রান্ত কোন কিতাব থাকলে তা হ'ল কুরআন। যার কোন একটি বর্ণ মিথ্যা নয়। কারণ এটি মানুষের কালাম নয়। বরং সরাসরি আল্লাহর কালাম। আল্লাহকে আমরা দেখিনা। কিন্তু তাঁর অদৃশ্য তারবার্তা আমরা পাই কুরআনে। যার প্রতিটি কলেমা সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। সেই সত্য ও সুন্দরের উৎস কুরআন আমাদের খবর দিয়েছে, যারা দুনিয়াতে ঈমানদার হবে ও সৎকর্ম করবে, তারা আখেরাতে চিরকাল

জান্নাতে চির শান্তিতে বসবাস করবে। পক্ষান্তরে যারা দুনিয়াতে অবিশ্বাসী ও দুষ্কর্মী হবে, তারা আখেরাতে চিরকাল জাহান্নামের আগুনে দক্ষীভূত হবে।

অতএব হে নাস্তিক! হে ধর্মনিরপেক্ষ! হে অমুসলিম! ফিরে এসো আল্লাহর পথে। মৃত্যুর আগেই যিদ, অহংকার ও হঠকারিতা থেকে তওবা কর। অবিশ্বাস ও কপটতার অন্ধগলি থেকে বেরিয়ে বিশ্বাস ও আনুগত্যের আলোকোজ্জ্বল পথে ফিরে এসো। ইসলামে দ্বীনের ব্যাপারে কোন যবরদস্তি নেই। কেননা সত্য ও মিথ্যা স্পষ্ট হয়ে গেছে। ইসলামই সত্য, বাকী সবই মিথ্যা। সত্যের পথ আলোকময়, মিথ্যার পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন। দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক। অন্ধকার কখনো আলোকে গ্রাস করতে পারে না। বরং আলোই অন্ধকারকে দূরীভূত করে। জাহেলিয়াতের গাঢ় অমানিশা সাময়িকভাবে সমাজকে আচ্ছন্ন করতে পারে। কিন্তু সত্যের আলো জ্বলে উঠলে অন্ধকার নিমেষে পালিয়ে যায়। সত্য এসে গেছে আমাদের রব-এর পক্ষ থেকে। যার আলো বিকশিত হচ্ছে দিকে দিকে। আর জয় সর্বদা আলোরই হয়ে থাকে। অতএব সত্যকে জেনেও যদি কেউ মিথ্যাকে বেছে নেয়, তবে সে তার ইহকাল ও পরকাল দু'টিই হারালো। মিথ্যায় গড়া জীবন কোন জীবন নয়, ওটা মরণ। পক্ষান্তরে সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত জীবন হ'ল প্রকৃত জীবন। তার কাছে মানুষ পশু এমনকি পৃথিবীর সবকিছু নিরাপদ। কিন্তু মিথ্যার উপাসীদের কাছে তার নিজের জীবনও নিরাপদ নয়। নানা অপকর্মে সে নিজেকে শেষ করে ফেলে।

হে হতাশাগ্রস্ত মানুষ! ভেঙ্গে পড়ো না। একবার শোন তোমার পালনকর্তার সস্নেহ আহ্বান- 'হে আমার ঐসব বান্দারা! যারা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। তিনি তোমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান'। 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও ও তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ কর তোমাদের নিকট কঠিন শাস্তি আসার পূর্বে। অতঃপর তোমাদেরকে আর সাহায্য করা হবে না' (যুমার ৩৯/৫৩-৫৪)।

হে হঠকারী মানুষ! একবার শোন বিশ্বনবীর চূড়ান্ত আহ্বান। ‘যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তার কসম করে বলছি, ইহুদী হৌক বা নাছারা হৌক এই উম্মতের যে কেউ আমার আগমনবার্তা শুনেছে। অতঃপর মৃত্যুবরণ করেছে এমতাবস্থায় যে, আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেনি, সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে’ (মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০)।

হে আদম সন্তান! তোমার সবকিছু ক্রিয়া-কর্ম তোমার প্রভু অদৃশ্য থেকে দেখছেন ও রেকর্ড করছেন। তাঁকে লুকিয়ে তুমি কিছুই করতে পারো না। তাঁর ধৈর্য ও অবকাশ দানে তুমি ধোঁকা খেয়ো না। যেকোন সময় তাঁর প্রতিশোধ তোমার উপর নেমে আসবে। তখন আর তওবা করার সময় তুমি পাবে না। অতএব সাবধান হও! মনে রেখ আল্লাহ সত্য, রাসূল সত্য, কুরআন সত্য, মৃত্যু সত্য, আখেরাত সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য। অতএব এসো চিরন্তন সত্যের আলোকে জীবন গড়ি। আর এটাই হ’ল প্রকৃত জীবনদর্শন। আল্লাহ আমাদেরকে ইহজীবনে সেই আলোকিত পথ প্রদর্শন করুন- আমীন!

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

২. তাওহীদ দর্শন

সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। এই বিশ্বাসকে বলা হয় ‘তাওহীদ’। অতঃপর ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছু মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর একক পরিকল্পনায় সৃষ্ট ও একক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত, এ বিশ্বাসই হ’ল তাওহীদ দর্শন। বিশ্বচরাচরের উদ্ভাবন ও পরিচালনায় আল্লাহর কোন সাথী বা সহযোগী নেই। তিনি দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সবকিছুকে অনন্তিত্ব হ’তে অস্তিত্বে এনেছেন। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বভাবধর্ম ও পথ চলার বিধান দিয়েছেন। সে মোতাবেক চলছে সকল সৃষ্টি আপনাপন গতিপথে ও বিধিবদ্ধ নিয়মে। যার কোন ব্যত্যয় নেই, ব্যতিক্রম নেই। নভোমণ্ডলে তারকারাজি চলছে জ্যোতি বিলিয়ে স্ব স্ব কক্ষপথে। বায়ু প্রবাহ চলছে ছন্দলয়ে মৃদুমন্দ বাতাস ছড়িয়ে। মেঘমালা ছুটে চলেছে হাযার হাযার টন পানি নিয়ে নির্ধারিত স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে বৃষ্টি বর্ষণ করে। নদী-সাগর চলছে অদৃশ্য জোয়ার-ভাটার টানে সুসংবদ্ধ শৃংখলার মধ্যে। মিষ্ট পানি ও তীব্র লোনায় তিক্ত পানি সমুদ্রের দু’টি স্রোতধারা চলছে পাশাপাশি। অথচ কেউ কারু মধ্যে মিশে যাচ্ছে না। দুপুরের অগ্নিবরা রোদ হারিয়ে যাচ্ছে বিকালের পড়ন্ত বেলায়। অতঃপর মুখ লুকাচ্ছে সাঁঝের আঁধারে। তারপর হারিয়ে যাচ্ছে গভীর রাতের নিকষ কালো চাদরে। আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে প্রভাত সমীরণের সস্নেহ পরশে। অতঃপর আলস্য ঝেড়ে বেরিয়ে পড়ছে সকালের কাঁচা রোদের বিস্তীর্ণ সৈকতে। ঘুমন্ত ভূমণ্ডল ক্রমে মুখর হয়ে উঠছে কর্মচাঞ্চল্যে। সবই চলছে অদৃশ্য বিধায়কের সুনিপুণ বিধান মতে। যদি কর্মবিধায়ক একাধিক হ’ত এবং বিধানের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকত, তাহ’লে সৃষ্টিজগতের সকল শৃংখলা বিনষ্ট হ’ত। চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, সৌরবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান কোনকিছুরই অস্তিত্ব থাকত না। একই রোগ লক্ষণে পৃথিবীর যেকোন প্রান্তের যেকোন রোগীর একই ঔষধে চিকিৎসা করা সম্ভব হচ্ছে। একই সৌরবিধান পুরা সৌরলোকে কার্যকর

আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করার এখতিয়ার কারু নেই। ফলে এখানে হালাল-হারাম ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ে কারু পরামর্শের বা মতামত গ্রহণের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হবে কেবল সেগুলি বাস্তবায়নের পস্থা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে। সূর্যের কিরণ, চন্দ্রের জ্যোতি, বাতাসের প্রবাহ, নদীর স্রোত যেমন সকল প্রাণীর জন্য কল্যাণকর, আল্লাহর আইন তেমনি সকল মানুষের জন্য কল্যাণকর। সেখানে ধর্ম-বর্ণ, ভাষা ও অঞ্চলের কোন বৈষম্য নেই। অহী নির্দেশিত সরকার ব্যবস্থায় নবীগণ ছিলেন আল্লাহর পক্ষ হ'তে নির্বাচিত প্রধান নির্বাহী। তাঁদের পরে উম্মতের সেরা ব্যক্তিগণ আপোষে পরামর্শের মাধ্যমে অথবা প্রার্থীবিহীন নীতির ভিত্তিতে তাক্বওয়াশীল নির্বাচকগণ একজন বিজ্ঞ ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিকে আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করবেন। যিনি গুরুভার বহনে এবং আল্লাহর নিকট কৈফিয়ত দানের ভয়ে থাকবেন সদা কম্পমান। যিনি আল্লাহর বিধান মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। এখানে অহি-র বিধান হবে একমাত্র অনুসরণযোগ্য এবং জ্ঞান হবে তার ব্যাখ্যাকারী। প্রশাসন হবে তার বাস্তবায়নকারী। জনগণ হবে আমীরের আনুগত্যকারী, যতক্ষণ আমীর আল্লাহর আনুগত্যকারী থাকেন। নইলে আল্লাহর অবাধ্যতায় আমীরের প্রতি কোন আনুগত্য নেই।

এখানে জিহাদ হবে অসত্যের বিরুদ্ধে, শয়তানী অপশক্তির বিরুদ্ধে, সামাজিক শৃংখলা ও স্থিতির স্বার্থে। এখানে দণ্ডবিধিসমূহ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। এ রাষ্ট্রে অপরাধীরা স্বেচ্ছায় এসে দণ্ড গ্রহণ করে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার আশায়। এখানে মানুষ নেকীর কাজে প্রতিযোগিতা করে আখেরাতে জান্নাত লাভের আকাংখায়। তারা আমীরের আনুগত্য করে পরকালীন ছওয়াবের আশায়। বিদ্রোহ-বিক্ষোভ, বিশৃংখলা এ রাষ্ট্রে অকল্পনীয় বিষয়। এভাবে দেশে নেমে আসবে অনাবিল শাস্তি। সমাজে নেমে আসবে আল্লাহর রহমত। এই রাষ্ট্রদর্শনে আল্লাহর দাসত্বের অধীনে সকল মানুষ হবে ভাই ভাই। সেই শান্তির সমাজই মানবতার একমাত্র কাম্য। এটাই হ'ল খেলাফত রাষ্ট্রদর্শন। মদীনা ছিল যার নমুনা। আমরা কি সেদিকে ফিরে যেতে পারি না? আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! □

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

اللهم اغفر لي ولوالدي وللؤمنين يوم يقوم الحساب-